জেসিকা হোয়াইট

দাবীকৃত

রাজত্বের গল্প

দাবীকৃত

জেসিকা হোয়াইট

এটি মোহাম্মদ শাহ নাজমুল হুদা চৌধুরী দ্বারা অনুবাদিত।

গ্রন্থস্বত্ত্ব

গ্রন্থস্বত্ত্ব 2022 জেসিকা হোয়াইট কর্তৃক

সকল স্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক অথবা লেখক হতে লিখিত অনুমতি ব্যতিত অত্র বইয়ের কোন অংশ কোন প্রক্রিয়ায় পূনঃমূদ্রণ করা যাবে না, ইউ.এস. গ্রন্থস্বত্ত্ব আইন দ্বারা অনুমোদন ব্যতিরেকে।

এই উপন্যাসে আপনাদের সাহায্যের জন্য ডেসিলিস এবং আর্টস্কেনড্যার কে ধন্যবাদ।

প্রাবন্ধিক সতর্কতা

এই গল্পে, ভালুক রাজা পৃথিবীর এই অঞ্চলের একজন প্রাচীন মানুষ যা রাশিয়ার আদলে তৈরী। এভাবে, তার মাতৃভাষা এমন একটি যা এখন আর কেউ বলেনা। তাই, তার মাতৃভাষা এখন আর কেউ বলে না। তাই, সময় সময় আপনি দেখতে পাবেন যে তিনি শব্দগুলো এড়িয়ে গেছেন যেমন এটি এবং ইহা। এটি ইচ্ছাকৃত এবং ব্যাকরণিক ত্রুটি নয়। রাজত্বের ধারাবাহিক গল্পগুলি একটি অন্ধকার মজাদার গল্প।

এই সিরিজ যাদুকর লোকদের জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরী একটি কল্পকাহিনী যা কোনভাবেই মানবীয় নয়। এগুলো সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য সম্বলিত ভিন্ন প্রজাতির, প্রাণি।

আপনার যদি কোন অভিশাপ, সঙ্গীর সহিংসতা, ছটফট করা, লিঙ্গের ভূমিকা, যৌন প্রতিবন্ধকতা, পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ অথবা অন্য কোন ধরণের সংবেদনশীলতা থাকে তবে এই গল্পটি সম্ভবত আপনার জন্য নয়।

কিন্তু আপনি সবকিছুই আনন্দের সাথে সামলে নিতে পারেন! এই অভিযানে আপনি আমার সাথে আছেন বলে আমি রোমাঞ্চিত।

রাজকুমারী যোদ্ধা

মোয়া

আমাদের ঘোড়ার খুরের বজ্রধ্বনী জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো যখন আমরা সন্ধ্যার অস্তমিত সূর্যের বিপরীতে দৌড়াচ্ছিলাম।

গ্রীষ্মের শেষের তীক্ষ্ণ ঘাষের লম্বা ধারালো কাড়া, বৃক্ষরেখার অপর প্রান্তের জলন্ত সমভূমি শেষ পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়েছিলো পূর্ণ পরিমাপ পরিচালনার জন্য।

যতদূর সম্ভব অনেক বছর অতিবাহিত হয়েছে যখন তার মহানুভবতার গুণে আমার লোকদের বহির্ভূমির চৌকি থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন যেখানে তিনি আমাদেরকে অনেক দিন আগে নির্বাসিত করেছিলেন এবং আমাদের হৃদয় আকাঙ্ক্ষিত ছিলো আমাদের পরিবারের সাথে পূনরায় থাকতে।

তাই চার দিন আগে যখন আমার বাবার কুরিয়ার আসে, তাৎক্ষণিকভাবে আমরা ওয়েস্টল্যান্ড প্রাসাদের দিকে রওয়া হলাম।

এখনো, যদি আমার এই অভিশপ্ত উপহারটি আমাকে শুধুই সতর্ক করে যে আমার প্রত্যাবর্তনের কারণে আমার করুণাময়ের ধ্বংস আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমি ঐ ডাক উপেক্ষা করতাম এবং উদাসীনভাবে অজ্ঞাত থাকতাম যে ইহার পরিবর্তে সত্যিকারের ভালবাসা আমার জন্মভূমির উষ্ণ সৈকতে বিদ্যমান।

সূর্যের শেষ উষ্ণতা আকাশ ছেড়ে গিয়েছিলো, আমাদেরকে সতর্ক করে যে, শহরের পর্দার প্রাচীর পরের দিন সকাল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা পাথরের সেতুটি পার হলাম ঠিক যেভাবে শিকলগুলো আঁটকেছিলো, ফটকটি নামিয়ে।

আমাদের যাত্রায় আমরা একবারও বিশ্রাম অথবা খাবারের জন্য থামিনি এবং আজকের রাতের ভোজের ঘ্রাণ আমার সাহসকে উপড়ে দিয়েছিলো যখন আমরা তার মেঘের ভিতর দিয়ে চড়ে যাচ্ছিলাম।

অন্য একটা ঘ্রাণ লালার বন্যা নিয়ে এসেছিলো, যদিও।

শূকরের রোস্ট এবং বেকারীর চুলা থেকে সরাসরি মাখন-মাখা পাউরুটির মিষ্টি, উষ্ণ গন্ধ, কিছু একটা অনেক পরিচিত এবং ভয়ঙ্কর বাতাসে ঝুলে ছিলো। যদিও এটিতে আমার আঙ্গুলটি মোটেও রাখতে পারিনি, যখন আমি মেঘ নিঃশ্বাস নিলাম তখন আমার শরীরের দীর্ঘ অবহেলিত প্রতিটি স্নায়ু পূনরায় যাদুর স্ফুলিঙ্গে জ্বলে উঠলো।

স্মিথির দোকানে অপেক্ষা করছিলাম, ভাইটিকে আমি দেখতে পাইনি যখন থেকে বাবা আমাকে একেবারে অবহেলিত স্থানে রেখে যুবতী কুমারীদের সুঁড়সুঁড়ি বন্ধ করে নিজেকে আপ্লায়ন করেছিলেন যখন নিথর ছেলেটি আমার দিকে মাথা নিচু করে বলেছিলো, "বাড়ীতে স্বাগতম, মহামান্য।"

আমার ঘোড়ার আসন থেকে নিজেকে খোঁচা দিয়ে, আমি আমার পা ঘোড়া থেকে মুক্ত করলাম যখন ছেলেটি ঘোড়ার আসনের চামড়াময় ধাতবপাতটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলো পুরোনো যুদ্ধের ঘোড়াটিকে দমিয়ে রাখতে। "আমি ভেবেছিলাম তুমি কখনোই ফিরবে না।"

এখন আমার চেয়ে মাথা লম্বা, আমার স্মৃতির শিশুটি, তার ঝুঁকে পড়া চুলোময় মুখের আড়ালে লুকিয়ে আছে, আমি তার গালে চিমটি দিতেই হাসলো। "আমি কি অতদূর বুঝেছি যে ছেলেটি এখন পুরুষ?"

তার মুখের উপর আমার ধরে থাকা থেকে আমার ভাই তাকে মুক্ত করতেই দুই হাত এবং এলোমেলো স্বর্ণকেশী দাড়ি তার পেছন থেকে কাঁধ পর্যন্ত এসেছিলো যখন সে তাকে ঝাঁকুনি দিল। "আপনি চলে গেছেন এতদিন যে গত শীতে ছেলেটি তার নিজের ছেলের বাবা হয়ে গিয়েছে ।" তিনি তার শেষ অভিযানে যাওয়ার আগে খেলাধুলা শেষে চামড়ার ছড়িটি আমি তাকে দিয়েছিলাম। তার কাঁধে আড়াআড়িভাবে অস্ত্র নিতেই ইসন তার চিবুকটি উপরে তুলেছিলো। "আপনি করেন নি, সিলাস?"

কান থেকে কানে, সাদা চুলের এই স্থিতিশীল ছেলেটি যে সেদিন থেকেই আমার ঘোড়ার প্রবণতায় বুঝতে পেরেছিলো সে জুতোর খড়ম চালাতে যথেষ্ট শক্তিশালি হেসেছিলো আমার দিকে। "আচ্ছা।"

একটি নোংরা হাত একটি ইশারা আঙ্গুলের অর্ধেক হারিয়েছিলো তার হাঁটুতে এসে। "এখন সে এত লম্বা। মাত্র একদিন আগেও তার প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।"

আমি আমার ঘোড়া চালানোর হাতমোজাগুলোকে ঝাঁকুনি দিয়ে খুলে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম এবং সিলাসের বুকে থাপ্পড় মেরেছিলাম যখন ইসন আমাকে দূর্গে যাওয়ার জন্য মিনতি করতে আমার পিঠে হাত রেখেছিলো। "ঠিক আছে, রাতের খাবারের সময় আমাকে খুঁজে নিও যাতে আমি এই ছেলেটিকে দেখতে পারি। আমি তার এবং তার স্ত্রী'র সাথে দেখা করার অপেক্ষা করতে পারছি না।" আমার মন্দিরে একটি চুমু দিয়ে, ইসন এক সপ্তাহ পর ঘোড়ার পিঠে আমার দূর্গন্ধে তার নাক কুঁচকেছিলো। "আমার কাছে থাকা তোমার দাসী তোমার গোসলের জন্য অপেক্ষা করছে।"

যদিও আমাদের বাবা তার শাস্তি দিয়ে আমাকে লজ্জিত করার ব্যবস্থা করেছিলো, ততবারই এই যোদ্ধা শিশুরা পূনরায় বাড়ী ফিরেছিলো, আমরা একটু বেশিই কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলাম।

নগরবাসীর বিস্মিত মুখগুলো আমাদের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যখন তারা কানাঘুঁষো করছিলো এবং সজোরে তাদের বুকে বুক চেপে ধরেছিলো এবং আমি তাদের পাশকাটিয়ে যেতেই অবনত মস্তকে প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। "ঐ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

বিচরণকারী আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা, ভ্রমণপ্রিয় রাজপুত্র আমাদের পূর্বপুরুষদের ভূমিতে আমার চাইতে কম সময়ই কাটিয়েছেন এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার সময় আমি তাকে আমার কুনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়েছিলাম। "যদিও, কেন আমাদেরকে ডেকে ফেরৎ আনা হয়েছিলো তা কি আপনার কাছে কোন ধারণা আছে?" আমার পাশ দিয়ে তার হাতটি দুলিয়ে প্রথমে আমাকে সদর দরজা দিয়ে যেতে বলে, ইসান আমার দিকে হাসলো কারণ রোদে চিকচিক করা তার চুলগুলো বাতাসে উড়ে গিয়েছিলো। "রাজা অবশ্যই তার প্রিয় সন্তানদের সাথে পূনরায় মিলিত হতে মরিয়া ছিলো।"

আমি যখন তাকে দেখে হাসলাম,সে আমার সামনে দিয়ে হাঁটার জন্য বেঁকে বেঁকে তার কাঁধগুলো উঁচু-নিচু করছিলো। "তবুও, ভাল্লুক রাজার কুটনীতিকরা একটি চুক্তি সমন্বয় করতে এখানে এসেছিলো এবং তার মহান ইচ্ছে পশ্চিমের সেনাবাহিনীরা অন্তত চুক্তিটি ব্যর্থ পরিগণিত করতে প্রকৃত শক্তি দেখাতে চেয়েছিলো।"

ময়দানে, তিনি তার হৃদয়ের উপর হাত রাখে এবং মানচিত্রের কক্ষের দিকে ফিরে আসতেই আমাকে প্রণাম করেছিলো। "সুতরাং তোমার সবচাইতে

সুন্দর জামাটি পরো, প্রিয় বোন, আজ রাতে আমাদের জন্য নাচ আর গাধা-চুম্বন অপেক্ষা করছে।"

লাল গালিচা কেটে সংকুচিত হয়ে আমার বুটের নিচে লেগেছিলো আমি যখন আমার পেছন থেকে আমার তলোয়ার খুলে রাখতে ছুটে গিয়েছিলাম এবং শহরে প্রবেশ করার সময় যে আনন্দদায়ক কস্তুরী সারাংশ আমাকে বিমোহিত করেছিলো তা আরও শিক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো।

একটু একটু করে, আমার পা ধীরগতি হতে লাগলো যতক্ষণনা আমি উঁকি মেরে দেখি ডাগর ডাগর চোখ ওয়ালা অপরিচিত ব্যক্তিটিও স্তব্ধ হয়ে আসছে।

আমার শৈশবে ছেড়ে যাওয়া সেই যাদুবিদ্যা আমার রক্তে ছুটো-ছুটি করে পূনরুজ্জীবিত হতে লাগলো, আমার শ্বাস কেড়ে নিচ্ছিলো। তার বিশাল বিদেশী জিহবা এবং শীতল নীলাভ চাহনি স্থানটিকে শীতল করে দিয়েছিলো যখন সে তার মাথাটি অনেক উঁচু লম্বা করলো। "শুভ সন্ধ্যা, আমার প্রিয়তমা।"

আমার চামড়ার এবং ধাতবপাতের পোষাকের আংটার উপর দিয়ে আমার অফিসারের ঢাল এবং তলোয়ার আমার পিঠে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, এটা যুক্তিসঙ্গত কারণে যে কোন ব্যক্তির কর্মচক্ষু যুগলের নিকট পরিষ্কার যে আমি অত্র রাজ্যের সুন্দরী রাজকুমারী নই।

আমার অস্বস্থিকর সামরিক পোষাকে আপাদমস্তক তাকিয়ে, আমি দু'হাত উপরে তোলে দোলাতে দোলাতে একটা সুন্দর মৃদুহাসি ছিলো আমাতে এবং সম্মতির সহিত উত্তর দিয়েছিলাম তাহাকে। "এবং তোমার কাছে, আমার প্রভূ।"

তার উভয় হাত তার পিঠের পেছনে মোচড়ানো ছিলো এবং তার চোখের তীক্ষ্নদৃষ্টি আমার বুকে প্রতিফলিত করছিলো যখন সে কদমে কদমে আমার নিকটবর্তী হচ্ছিলো। "আপনি একজন অফিসার?"

আমি তার দিকে আমার আঙ্গুল তুললাম, আমার চিবুক কাত করার জন্য ম্যাট্রনে ঝুঁকে পড়লাম, গোসলখানার দরজা আমার জন্য ইশারা করে। "হ্যাঁ ম্যাম, আমি আপনার সাথে ঠিক থাকবো।"

আমার মুখমন্ডল পর্যালোচনা করে তাকে খুঁজে পেতে আমি তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম এবং তাকে থামানোর জন্য আমাদের মাঝে আমার হাত ধাক্কা দিলাম। "আমি মোয়া। তাঁর অধীনস্থ সাউদার্ণ ফোর্সের হাই কমান্ডার।"

আমার পৈত্রিক ভূমির বাইরে মহিলা সৈন্যরা অজানা ছিলো এবং সে ঝুঁকে পড়ে আমার আঙ্গুলের কব্জিতে চুমু খাওয়ার আগে মূহুর্তের জন্য তার মুখ হা করে রয়েছিলো। "আপনার সাথে দেখা করা একটি অসামান্য সম্মান।"

আমার আঙ্গুল মুচড়িয়ে তার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার পরিহিত হাঁটু থেকে গায়ে জড়ানো সুন্দর সিল্কের নীল কাপড়টি পরীক্ষা করতে আমার মাথা কাত করেছিলাম।

আমার লোকদের মধ্যে, এমন অশ্লীল বিলাসিতা একজন লোককে তার গলা ঝুলিয়ে দিবে এবং তার কাঁধ থেকে ঝুলন্ত সোনার তুলিতে আমার আঙ্গুলের ডগা নাড়তেই আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম। "আর আপনি অবশ্যই রাজা ভলোদারের দূতদের একজন হবেন?"

কোঁকড়ানো, ফ্যাকাশে স্বর্ণকেশী চুলগুলো মসৃণ করার সাথে সাথে তার চোখ থেকে পেছনে যেতেই তার ঠোঁটের কোণগুলো সম্মতির আভায় কেঁপে উঠলো। "আমি পরাক্রমশালীর অনুগত দাস, হ্যাঁ।" তার হাতের তালুর সহিত হৃদয়টা ঢেকে, সে তার নজর আমাতে দিগুণ করল। "আর তোমার, অবশ্যই। কিন্তু এটা আমাকে উদ্বেলিত করবে যদি তুমি আমাকে জোয়ি বলে ডাক।"

মনের অজান্তে হাত নেড়ে নিচু করলে বারান্দা পূনরায় আমার জন্য তরঙ্গায়িত হয়েছিলো এবং আমি কদম দিয়ে চলে যেতেই মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছিলাম। "আমি অবশ্যই ওটা করবো। ধন্যবাদ। আমি আশা করি তোমার অবস্থান উপভোগ করবে,"- আমার বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং আঙ্গুল দিয়ে একটি এল তৈরী করে, আমি তার দিকে ইশারা করলাম এবং চোখ মিট মিটি করে বললাম- "জোয়ি।"

বারান্দার রাস্তায় আস্তরণে ক্রিমসন রানারের ভিতর দিয়ে একটি চামড়ার বুট খনন করা হয়েছে, আমার মনে হচ্ছিলো হিমশীতল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা খালি পা মৃদু হেঁটে যাচ্ছিলো যখন চারদিকের পৃথিবীটা আমার ডান পাশ দিয়ে উচ্চ স্বরে দ্রুত গান গেয়ে যাচ্ছিলো।

এতে মনে হচ্ছিলো জোয়ি তার পুরাতন যাদুতে এলোমেলোভাবে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলো, তার কণ্ঠস্বর আমার উপহারগুলি আমার মাথায় আদেশ করে গভীর ঘুমের ইতি টানতে তারা দীর্ঘদিন যাবত এ রাজ্যে গভীর ঘুমের মত শীতকালটা ব্যয় করেছিলো।

ঘন কুয়াশার মাঝে যে আমার দৃষ্টি সীমার চারপাশ হারিয়ে গিয়েছিলো, পশুর গর্জন যা আমার শৈশবের দুঃস্বপ্নগুলির ভয় জাগিয়ে আমাকে তাড়িত করছিলো। একই বিশালাকৃতির সাদা ভাল্লুকটি সর্বদা তার আলোর সিংহাসনে বসে থাকে যখন আমি আমার কেবিনের দরজা খুলি।

যেন সে বিভ্রমের মধ্য দিয়ে আমার পাশ দিয়ে হাঁটছিলো, আমি জোয়ি'র একান্ত ব্যক্তিগত মনোভাব শুনেছিলাম যখন সে আমাদের সংযোগ পরীক্ষা করছিলো। "তোমার রাজ্য তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, মোয়া সেষ্ট্র।"

You've Just Finished your Free Sample

Enjoyed the preview?

Buy: http://www.ebooks2go.com